আহমেদ সালেহ : আচ্ছা সৌরভ বা আজিজ, তোমরা তো বিপ্লব করতে চাও, তাহলে তোমরা কখনো খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছ, অপমান সহ্য করেছ? জেলে গিয়েছ? অধিকার আদায় করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ?

সমস্বরে : না তো স্যার...

আহমেদ সালেহ : তাহলে কীসের বিপ্লবী তোমরা? আচ্ছা চলো, আজ তোমাদের মালয়েশিয়ার একজন কিংবদন্তি বিপ্লবীর গল্প শোনাব; যিনি সারা জীবন মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন।

আজিজ : কে তিনি?

আহমেদ সালেহ : নাম বলছি না আগেই। আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ওই মহান বিপ্লবীর গল্প রেকর্ড করা আছে, ওটা অন করে দিলে শুনতে খারাপ লাগবে না আশা করছি।

যৌবনে আনোয়ার ইবরাহিম

আহমেদ সালেহ্ ওদের নিয়ে গেলেন নিজের বসার জায়গায়; যেখানে তিনি নিস্তব্ধতা উপভোগের জন্য মাঝেমধ্যে আসেন। এরপর ফার্স্ট এইড বক্স খুলে দুজনের হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। ফ্লাক্সে রাখা কফি পরিবেশন করে বসতে বললেন ওদের।

আহমেদ সালেহ্ : দেখ, তোমরা যেভাবে বিপ্লব করতে চাও, সেটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক পথ। পৃথিবীতে সব ধরনের বিপ্লবের আগেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে; হোক সেটা ইসলামি বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক। অস্ত্রটা কখন কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটাও তোমাদের জানতে হবে। অযথা নিরীহ মানুষকে হত্যা করার শপথ নিচ্ছ। এই সমাজের অনিয়মের জন্য তাদের কি কোনো দায় আছে? অথবা ধরো আজকেই তোমাকে এই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে সেটা পালন করতে তোমাদের কি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে? একবার ভেবে দেখ, বিপ্লব কোনো ঠুনকো আবেগের কাজ নয়; এটা হলো বুনিয়াদি কাজ, সমাজকে স্থিতিশীল এবং সমতায় আনার কাজ।

আরাম করে কফি খেতে খেতে কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল সৌরভ আর আজিজ।

সৌরভ : তাহলে নতুন সকাল কি আসবে না, যেখানে সব মানুষের অধিকার থাকবে?

আহমেদ সালেহ্ : অবশ্যই আসবে। এর জন্য নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে, নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে– সেটা মানবতা ও মানুষের জন্য ছড়িয়ে দিতে হবে। তুমি যখন তোমার প্রতিভার আলো ছড়িয়ে দেবে, তখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে উঠবে। আর সেই সময়টাই হচ্ছে মোক্ষম, তখন তোমার সংস্কার বা বিপ্লব চিন্তা মানুষ গ্রহণও করবে। সবাই গ্রহণ না করলেও অন্তত গুরুত্ব দিয়ে শুনবে। এভাবেই বিপ্লবের কাজটা শুরু হবে। এই যে এখন যারা তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তারা কী বলেছে? বলেছে যে, মানুষ হত্যা করলে শাসকের পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু তুমি কাকে হত্যা করছ, কেন হত্যা করছ, তা কি একবারও ভেবে দেখেছ?

আজিজ : না স্যার, তা ভেবে দেখিনি।

আহমেদ সালেহ্ : কেন ভাবোনি? ধরো তোমাকে দুটো কাজ দেওয়া হলো, এর যেকোনো একটি করলেই চলবে। একটি কাজ হলো– তুমি প্রতিদিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠবে, অন্য কাজটি হলো– রাস্তায় গিয়ে সবার অলক্ষে বোমা ফাটাবে। তুমি কোনটা বেছে নেবে? দ্বিতীয়টাই কিন্তু। কারণ, দ্বিতীয়টা আমাদের সবার কাছে সহজ। ওটা করার জন্য কেবল সাহসের দরকার। আর প্রথমটার জন্য দীর্ঘ অনুশীলন বা অভ্যাসের প্রয়োজন, অথচ প্রথমটাই হচ্ছে জরুরি। এই অভ্যাস পরিবর্তনের লড়াই-ই হচ্ছে আসল বিপ্লব।

সৌরভ : স্যার, আপনার কথা-চিন্তাগুলো সত্যি অসাধারণ।

আহমেদ সালেহ : তাহলে সমস্যা কোথায়?

আজিজ : সমস্যা অন্য জায়গায়। ও কম্যুনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী আর আমি ইসলামি আদর্শে। ওকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম।

সৌরভ : আমিও ওকে খুঁজছিলাম।

আহমেদ সালেহ : কেন খুঁজছিলে?

সৌরভ : মেরে ফেলতে। কারণ, আমি মনে করি– মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে কম্যুনিজম। আর ও যে আদর্শের বিপ্লবের কথা বলে, সেটা হচ্ছে অন্ধকারের পথ।

আজিজ : চুপ কর। তোর আদর্শ মানবরচিত, সুতরাং ওটা দিয়ে কখনোই বিপ্লব করা সম্ভব নয়।

আহমেদ সালেহ : আচ্ছা, তোমরা যে বিপ্লব করতে চাও, সেটা কীভাবে করতে চাও?

সৌরভ : শোষকশ্রেণিকে হত্যা করেই কেবল সম্ভব।

আজিজ : সমাজের শাসক হয়ে বসে থাকা কাফিরশ্রেণিকে হত্যা করতে চাই।

আহমেদ সালেহ : ও আচ্ছা। বিপ্লবের জন্য তোমরা কি কোনো বই-পুস্তক পড়েছ?

সৌরভ ও আজিজ দুজনেই একসঙ্গে– 'না।'

'আচ্ছা, বিপ্লব করার আগে যে প্রস্তুতি নিতে হয়, তা কি জানো?'

আজিজ : কীরকম?

আহমেদ সালেহ : এই ধরো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা, নিজের চরিত্র গঠন, শিক্ষিত হওয়া, নিজের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

সৌরভ : কী বলছেন এসব!

আহমেদ সালেহ : হ্যাঁ, নিজের প্রতিভাকে বিকাশ করার চেয়ে আর বড়ো বিপ্লব কী আছে বলো?

আজিজ ও সৌরভ : তাই নাকি !

এতক্ষণে তারা খানিকটা ইজি হয়ে গেছে। তবে দুজনেরই শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে।

আহমেদ সালেহ : আচ্ছা, চলো আমার আস্তানায়।

দৌড়ে গেলেন। অবাক কাণ্ড। দুজন মানুষ মৃত্যুকে মুঠোতে নিয়ে লড়াই করছে। একজনের ওপরে আরেকজন চাকু ধরে আছে। আর নিচের ব্যক্তিটি হাত ঘুরিয়ে ওপরের ব্যক্তির কাঁধে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছেন।

‘বল্, তোর আদর্শ বেটার না আমারটা?’

‘আরে বোকা, আমারটা। তোর দর্শনেরে আমি...করি।’

এবার গর্জে উঠলেন আহমেদ সালেহ। নিস্তব্ধতা কর্পূরের মতো হাওয়া হয়ে গেল নিমিষেই।

‘কী হয়েছে এখানে?’

চিৎকার শুনে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল দুজনেই। ‘কে আপনি?’ একজন চেঁচাল।

‘আমি কে জানার আগে বলো তোমরা কে?’

আহমেদ সালেহ মুহূর্তেই পাঁজরের পাশ থেকে বের করে আনলেন আরমেটিক্স আইপি-১ নামের অত্যাধুনিক পিস্তল।

হাতের অস্ত্র ফেলে দিলো দুই তরুণ।

‘কী নাম তোমাদের?’

‘আমি সৌরভ মেহবুব।’

‘আমি আজিজ সোলেমান।’

‘তো কী হয়েছে তোমাদের? এমন ধস্তাধস্তি করছ যে?’

মুখ খুলল দুজনেই।

আজিজ : আমি একটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। স্কুল পর্যন্ত পড়েছি। পেনাঙে আমার বাড়ি।

সৌরভ : আমি মালয় রেড ফ্ল্যাগ কম্যুনিস্ট পার্টির একজন গোপন সদস্য।

সালেহ : তো কী সমস্যা তোমাদের?

আজিজ : আমরা দুজনে একসময় বন্ধু ছিলাম, কিন্তু এখন সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু। দুজনেই এই মালয় সমাজকে ইতিবাচক পথে পরিবর্তন করতে চাই। এ জন্য বিপ্লব করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সৌরভ : হয় বিপ্লব নয় মৃত্যু, এটাই আমাদের লক্ষ্য।

**এক**

নিস্তব্ধতার একটা অপূর্ব সৌন্দর্য আছে। অনেকদিনের ইচ্ছে 'চুপ হয়ে থাকা পৃথিবী'র অভিজ্ঞতা নেবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। নিজের ল্যান্ডক্রুজার নিয়ে সোজা গন্তব্য ক্যামেরুন হাইল্যান্ড। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন প্রখ্যাত পাখি বিশারদ সালিম আলির *বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস*। চারদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা। যেন ঝিমধরা স্নিগ্ধতা। রাজ্যের সব মনোযোগ নিয়ে বইয়ের ওপর উঁবু হয়ে আছেন বন্ধুদের কাছে আইনস্টাইনখ্যাত অধ্যাপক আহমেদ সালেহ।

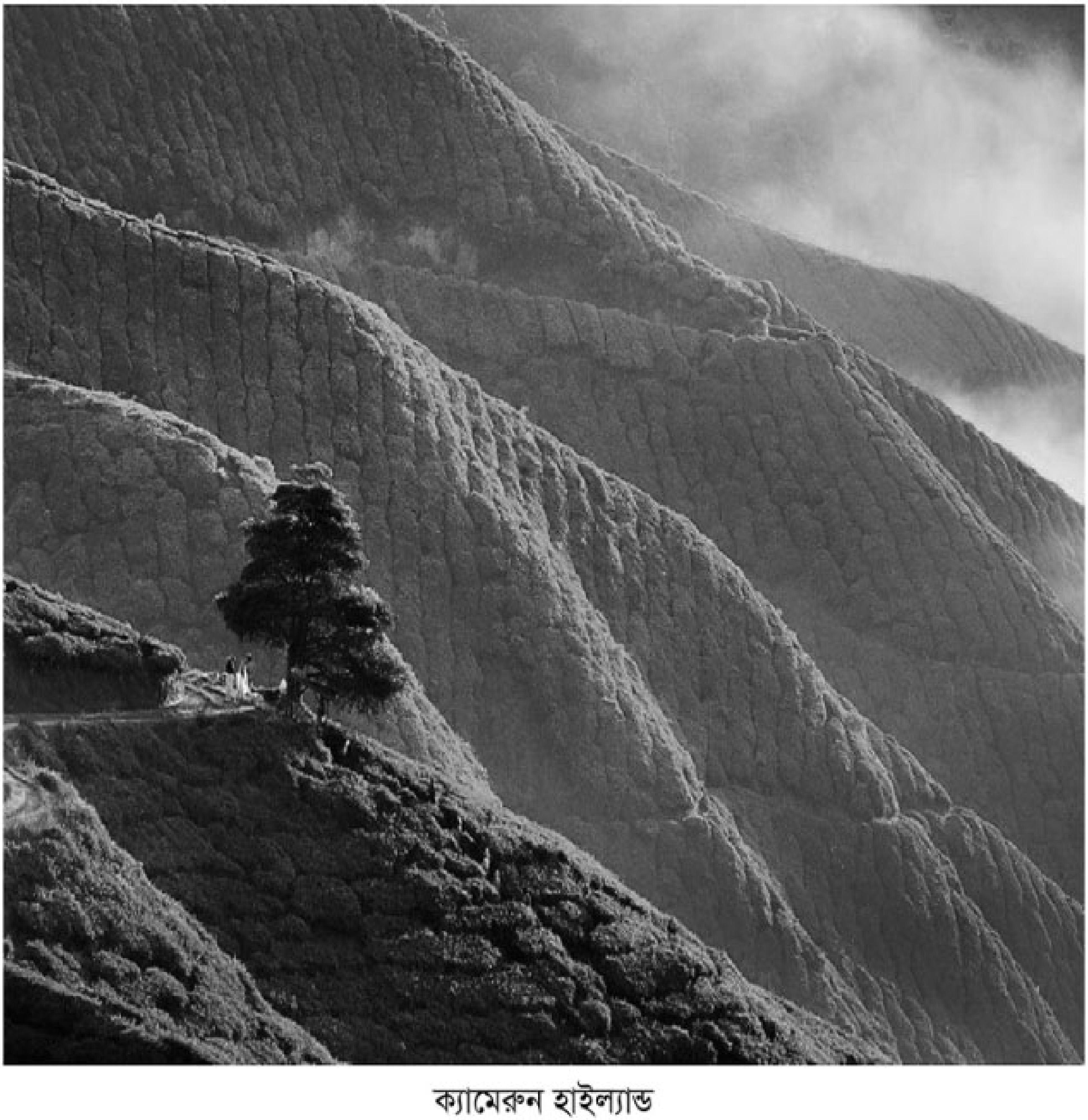

ক্যামেরুন হাইল্যান্ড

হঠাৎ অদ্ভুত চিৎকার। মানুষের গোঙানি। ধ্যান ভেঙে বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে এ রকম ভয়ংকর শব্দ। হ্যাঁ, জায়গামতোই চোখ পড়ল।

# প্রকাশকের কথা

সালাম ও শুভেচ্ছা নিন। পৃথিবীতে যত শুভ পরিবর্তন হয়েছে, তার আগে তৈরি হয়েছে চিন্তার খসড়া। এই চিন্তার পথ ধরেই সময়ের প্রয়োজনে এসেছে বিপ্লব। সমাজে ছড়িয়ে গেছে আলো। ক্রিয়ার ব্যপ্তি যত, ঠিক প্রতিক্রিয়ার পরিধিও তার সমান। সুতরাং এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সমাজে অন্ধকার যতটা প্রগাঢ়, ভোরের বা বিপ্লবের সম্ভাবনাও ততটা প্রখর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে আনোয়ার ইবরাহিম অন্তরালপরায়ন এক বীরপুরুষ ও সংস্কারকের নাম। মূলত ড. মাহাথির মোহাম্মদের নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেছেন এই কিংবদন্তি মানুষটি। কিন্তু ইতিহাসের সুড়ঙ্গ খুড়লে দেখা যায়– কেবলই আনোয়ার ইবরাহিমের ছায়া।

প্রিয় পাঠক, মালয়েশিয়ার নেতা আনোয়ার ইবরাহিমকে নিয়ে এই লেখা দীর্ঘ চিন্তার ফসল। এ জন্য তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহও খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, এখনও আনোয়ার ইবরাহিমের পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়ে কোনো বই বা ফিল্ম হয়নি। ফলে মাটি খুঁড়ে কাদাখোঁচা পাখি যেমন তার খাবার বের করে, ঠিক ওরকম করে নানা তথ্য বের করতে হয়েছে।

তবে বইমেলাকে সামনে রেখে এটা লিপিবদ্ধ করার একটা তাড়া যে ছিল– তা স্বীকার করছি। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল ধরা পড়লে তার জন্য ক্ষমাও চাইছি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে মজলুম নেতা আনোয়ার ইবরাহিম। একজন রাজনীতিক শেষ দিন অবধি সহনশীল ও গণতান্ত্রিক থেকেছেন কেবল দেশের মানুষের জন্য। চরমপন্থার বিপরীতে কেবল গণতন্ত্র ও মধ্যপন্থা দিয়েই যে বিপ্লব করা যায়, তার অপূর্ব নজির তৈরি করেছেন তিনি। এ রকম উদাহরণ একবিংশ শতাব্দীতে নেই বললেই চলে। সমাজ বিপ্লবের ধারণাই পরিবর্তন করে দিয়েছেন আনোয়ার ইবরাহিম।

তাঁর কাছ থেকে ডানপন্থি, বামপন্থি, মধ্যমপন্থি অথবা তরুণ শ্রেণি সবাই অনুপ্রেরণা নিতে পারেন। অত্যন্ত বাস্তব-দূরদর্শী এবং উদার আনোয়ার ইবরাহিমকে তাই পাঠ করা এই সময়ের জন্য খুবই জরুরি। বাংলাদেশের মতো একটি উত্থিত ও সংকটপূর্ণ দেশের মানুষ নিঃসন্দেহে আনোয়ার ইবরাহিমের জীবন থেকে আলো নিতে পারে।

প্রিয় পাঠক, বইটি আপনাদের মায়া ও স্নেহ পেলেই সার্থকতা। প্রকাশক ও সমাজ সংস্কারক নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের প্রতিও উপসংহারহীন কৃতজ্ঞতা।

# বিপ্লবী আনোয়ার ইবরাহিম

আমিরুল মোমেনীন মানিক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস